পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

ষষ্ঠ (নবপর্যায়) সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত

১৬-১৮ ডিসেম্বর ২০০৫

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ

ঘোষণাপত্র

১. একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে দাঁড়িয়ে মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রম অজানাকে জয় করতে করতে দুর্গম পর্বত, সমুদ্র, মরুপ্রান্তর মহাকাশ সর্বত্রই. বিজ্ঞানে প্রযুক্তিবিদ্যায়, যুক্তিবাদে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিস্ময়কর সব সাফল্য অর্জন করেছে। এ এক গৌরবময় অগ্রগতির যুগ। আবার এ এক গভীর সংকটেরও যুগ। কতকগুলি দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে এক মেরুকরণের অপপ্রয়াস, পারমাণবিক যুদ্ধের নিরন্তর প্রস্তুতি, পুঁজিবাদী ও অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষের দূষণমুক্ত পরিবেশ ও দারিদ্র্যসীমার নীচে প্রাণধারণ, মৌলবাদ, বর্ণবৈষম্য, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি ঘটনায় একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীর শরীরে অজস্র দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম তথা সমগ্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুঁজি ও বাজার অর্থনীতির প্রভুত্ব বিপন্ন করে তুলেছে মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎকে।

২. পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থিতি যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিল তা সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে। পূর্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মতাদর্শগত বিচ্যুতি ও পুঁজিবাদ গড়ে তোলা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি শুধু যে সেইসব দেশে বিপর্যয় ডেকে এনেছে তাই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির জনগণের সংগ্রামের পথে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সাময়িকভাবে বলবান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদকে কুক্ষিগত করে সারা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব-বিস্তারী এক ভূমিকা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে। সোভিয়েতের পতনের পরেও পারমাণবিক অস্ত্রে আগের মতোই সজ্জিত হয়ে থাকা, সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধঘাঁটি স্থাপন, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ, ঋণের জটিল শর্তের নাগপাশে অনুন্নত দেশগুলিকে জড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রধানশক্তিতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘকে নীরব দর্শক করে দিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে অসংখ্য অগণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অনৈতিক ঘটনা ঘটছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনগুলি অমান্য করা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে। উপরন্তু চিন, উত্তর কোরিয়া ও কিউবার বিরুদ্ধে তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হচ্ছে। এত সব সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক ও জাতীয়-প্রতিরোধ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। সমকালীন ঘটনাবলি দেখিয়ে দিচ্ছে পুঁজিবাদ মানব সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানে অক্ষম। উন্নত সমাজব্যবস্থা রূপে প্রমাণিত সমাজতন্ত্র প্রয়োগগত কিছু ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ধনবাদ সভ্যতার শেষ অধ্যায় হতে পারে না। এই যুগ

ধনবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তরণের যুগ—এ বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক ও সত্য। এ কাল পারমাণবিক বা নক্ষত্র যুদ্ধের কাল নয়, বিশ্বশান্তির কাল—এই শপথ ধ্বনিত হোক, কোটি-কোটি বিশ্ববাসীর কণ্ঠে।

৩. পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন আধিপত্য থাকলেও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার স্বার্থের দ্বন্দ্বও লক্ষ করার মতো। ইতিমধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, কোরিয়া ও ইতালি প্রভৃতি দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে। সর্বাধিক চাপ আসছে তৃতীয়বিশ্বের উপর। এই সব দেশের দারিদ্র্য আরও বাড়ছে। পুঁজিবাদী পথে পরিচালিত তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলির জনগণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীগুলির দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। এই সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতির পাশাপাশি ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশি ও বহুজাতিক পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ভারতের বাজার। আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি সংস্থার শর্তের চাপে ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। গ্যাটচুক্তি এক অসম অর্থনৈতিক চুক্তি এবং ভারতের মতো দেশগুলির স্বাধীন ও স্বনির্ভর বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বস্তুত মুখোশের আড়ালে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারেরর জন্যই গঠিত, এ আমাদের বুঝতে হবে।

৪. ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আয়ুষ্কাল ছয় দশক হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তো হয়ইনি, উপরন্তু তা ক্রমাগত সংকটাপন্ন হয়েছে। প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ না ঘটিয়ে ভারতের শাসকশ্রেণির তথাকথিত পুঁজিবাদ গড়ে তোলার নীতি তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রগতি ও জনস্বার্থে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির কাছে ভারতীয় অর্থনীতির ক্রমান্বয় আত্মসমর্পণের ফলে মানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কেন্দ্রে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগ্রামের বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান প্রচেষ্টা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষাই হবে এই সংগ্রামের মূল লক্ষ্য।

৫. বিগত বছরগুলিতে ধর্মীয় মৌলবাদী বিপদ হ্রাস পায়নি। ভারতে শক্তির বিন্যাসে ধর্মীয় মৌলবাদের সংগঠিত আত্মপ্রকাশ প্রকৃত বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি কখনও কেন্দ্রে কখনও বিভিন্ন রাজ্যে শাসন ক্ষমতা দখল করেছে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক নানা পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনা, সাম্প্রদায়িক বিষের চোরাস্রোত সর্বক্ষেত্রে প্রতিহত করা হয়নি বরং তা কখনও কখনও উৎকট প্রকাশ্য রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ও চোরাপথে অস্ত্র আমদানি করে আঞ্চলিকতার নামে হত্যা, সন্ত্রাস, গণহত্যা চরম আকার নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ও কাশ্মীরে পাকিস্তানি আই. এস. আই. গোয়েন্দাচক্র সক্রিয়ভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত করছে। ফলে জনসাধারণের জীবনজীবিকা বিপন্ন, ভারতের অখণ্ডতা সংকটাপন্ন। এই অবস্থায় দলমত জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনগণের ঐক্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম আমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য। ধর্মমুক্ত রাজনীতি ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাষ্ট্র আমাদের কাম্য। দেশের এই অভূতপূর্ব সংকটের সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে লেখক শিল্পীদের প্রথম সারিতেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৬. ধনবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের এক মহান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা, এ কালের মানুষেরা। ভারতের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ছাত্র যুব ও নারী সমাজের আন্দোলন, ব্রিটিশ ভারতের অসংখ্য আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহ এবং শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস গৌরবময়।

পাশাপাশি, বিশেষ করে বাংলার বুকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি এক মহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ইউরোপের স্বাধীনদেশগুলির রেনেসাঁসের সঙ্গে পরাধীন ভারতের নবজাগরণের মিল সামান্যই। যেহেতু দেশটি পরাধীন ও সামন্তব্যবস্থায় অবস্থিত, সেহেতু পশ্চিমের পুঁজিবাদী সভ্যতার ভাণ্ডার থেকে আহৃত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব অনিবার্যই ছিল। নবজাগরণের সমস্ত পুরোধা পুরুষের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব লক্ষণীয় হলেও, শিক্ষার প্রসার, সমাজসংস্কার, যুক্তিবাদী ও নারীমুক্তি আন্দোলন, মানবতাবাদ ইত্যাদি ইতিবাচক ধারারূপে তাঁদের দ্বারাই ক্রমশ পুষ্ট হয়েছে। ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে ইয়ং বেঙ্গালের যুবকবৃন্দসহ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখের যে ধারা বহমান তার মধ্যে ঐতিহ্যাশ্রিত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাসকে যুক্তির আলোতে আলোকিত করার প্রবণতাই প্রধান। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে অন্যায়, অবিচার, অন্ধসংস্কার ইত্যাদির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সতীদাহ, আমরণ বৈধব্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীর অবনত অবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সমাজের পুনর্গঠনের অনিবার্যতা সূচিত করে। আধ্যাত্মিক মুক্তির চেয়ে মানুষের মর্যাদার প্রশ্নটিই এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। সামাজিক উপরিকাঠামোয় জাত-ধর্ম নির্বিশেষে ব্যাপক জনগণের মধ্যে বাংলার নবজাগরণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনেকটাই দৃঢ়মূল হয়েছিল বলেই ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় এরাজ্য জাতপাত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে এখনও অনেকখানি মুক্ত। কিন্তু আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই, নানা অছিলায় প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখানেও সক্রিয়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও মানবাধিকার অর্জনের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এতকালের বর্ণগত ও জাতিগতভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে সংগ্রামী জনগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির অপচেষ্টাও চলছে। কিছু বুদ্ধিজীবী দলিতের দ্বারা দলিতের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির অদ্ভুত দাবি তুলে প্রচার করছেন। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির পথ থেকে শিল্পী সাহিত্যিকদের সকলকে সৃজনক্রিয়ার মূলস্রোতেই ঐক্যবদ্ধভাবে শামিল করতে হবে। জন্ম পরিচয় নয় সৃজনশীলতা ও জীবনমুখিনতাই হোক প্রত্যেক শিল্পী সাহিত্যিকের ব্রত।

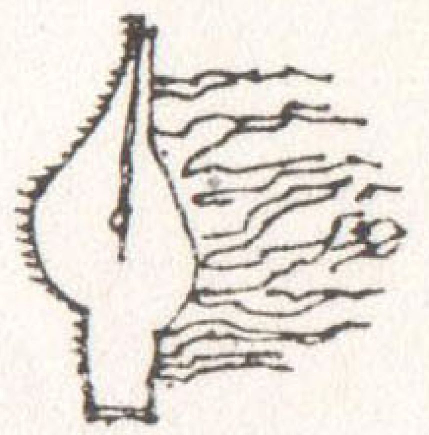

৭. দেশীয় ঐতিহ্যের এই মূল্যবান সম্পদের পাশাপাশি আমরা স্মরণ করি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের উপর নতুন-নতুন প্রক্রিয়ায় প্রকাশ্যে বর্বর আক্রমণ শুরু হয়। গণতন্ত্রের জন্মভূমি খাস ইউরোপেই ফ্যাসিস্ট ও সামরিক স্বৈরতন্ত্র আসুরিক বর্বরতা ও হিংস্র তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্পেনের রণাঙ্গনে সে-সময় র‍্যালফ ফক্স, ফেলিসিয়া ব্রাউন, ক্রিস্টোফার কডওয়েল প্রমুখ মনীষীরা সম্মুখযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন। বিশ্বজনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আঁরি বারবুস, ম্যাক্সিম গোর্কি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, পাবলো পিকাসো, বার্নার্ড শ, রোম্যাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের নিরলস প্রয়াস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির সংগ্রামে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষকের জীবন-জীবিকার আন্দোলন এবং বাংলার মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রভৃতির পতাকাতলে এই সব সংগঠনের মঞ্চে সেদিন সমবেত হয়েছিলেন, বাংলা তথা ভারতের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা। বস্তুত এই ঐতিহ্য থেকেই প্রগতিশীল-সাহিত্যের বর্তমান সংগ্রামী ধারাটি পরিপুষ্ট হয়েছে। আজও লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়ার দেশে দেশে গণতন্ত্র ও মানবতার সপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

৮. সম্প্রতি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পশ্চিমি জগৎ থেকে পাওয়া একটি শব্দবন্ধ ক্রমান্বয় আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। সেটি হল পোস্টমডার্নিজম বা উত্তর-আধুনিকতা। এটি এমন একটি তত্ত্ব যা দিয়ে নাকি লেট-ক্যাপিটালিজম যুগের সমস্ত বিষয়ই ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পরে একদল সমাজতাত্ত্বিক বা দার্শনিক এমন সব জটিলতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যার মধ্যে অতীতের প্রায় সবকিছুর বিনির্মাণ বা প্রত্যাখ্যান রয়েছে। মূল মানবসত্তা, সামগ্রিক লক্ষ্য, কোনও ক্রান্তিকারী ভাবনা, পরমকারণবাদ, এমনকি প্রগতি, বিজ্ঞান, শ্রেণি সংগ্রাম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা উত্তর-আধুনিকতার অভিধায় প্রত্যাখ্যাত। পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষের কাছে উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্ব যে তাৎপর্যই বহন করুক আমাদের মতো অনুন্নত অর্থনীতি ও প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের সামনে এ নতুন এক ঔপনিবেশিকতার তত্ত্ব। আধুনিকতার মূলভিত্তি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে অপসারিত করে বহুজাতিক বিশ্বায়নের ধারণা আমদানি হচ্ছে। বিশ্বধনবাদ সম্পর্কে এই তত্ত্ব সহনশীলতার মনোভাব প্রচার করছে, সেই সঙ্গে অনিবার্য ব্যবস্থা হিসেবে সুকৌশলে বিশ্ববাসীকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করছে। আজকের বিশ্বে শ্রমিকদের পাশাপাশি ধনিকরা, বহুজাতিকরাও সংঘবদ্ধ হচ্ছে, উত্তর-আধুনিকতার অধিকাংশ প্রবক্তারা তার পৃষ্ঠপোষক। পোস্টমডার্ন ঔপনিবেশিকতাও তৃতীয়বিশ্বকে প্রায় শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে বিশ্বায়নের বাতাবরণে। তাই শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য ভাবনায় উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্ব আমাদের আশ্বস্ত করার পরিবর্তে শঙ্কিত করে, দার্শনিকতার এই পশ্চিমি উচ্ছিষ্ট আমাদের জীবন সংগ্রামে, শিল্পচর্চায় মানবিক অনুধ্যানে কোনও নতুন বাণী বহন করে আনে না বরং বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করে। নৈরাশ্য নয়, পণ্যভোগী ধনতন্ত্রের ভাবাদর্শ নয়, বিশ শতকের শেষে নতুন শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে আমরা কোন আধুনিকতা কোন ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের স্বপ্ন দেখব তা আমাদের বাস্তবিকতাই স্থির করে দেবে।

৯. আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সংকট সংস্কৃতির জগতেও সর্বাত্মক ছায়া ফেলেছে। একদিকে যেমন প্রাক-পুঁজিবাদী মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির ফসলের ইতিবাচক দিকগুলিকে অস্বীকার করে পশ্চাৎপদ অবশেষগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানো হচ্ছে, অপরদিকে বিগত শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে ইউরোপের ধনবাদী সংস্কৃতিতে যে অন্ধকারের আর্তনাদ উঠেছে তাকেও আমদানি করা হচ্ছে। তাই এ দেশের পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠী ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয়। পুঁজিপতিরা একই সঙ্গে মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও বিজ্ঞান মিউজিয়াম গড়ে তোলে। পুঁজির অনুগৃহীত সংস্কৃতির প্রভুরা জাতির পরিবর্তনকামীদের চরিত্রহননে সর্বাত্মকভাবে নেমে পড়েছেন। তাই জনগণের জীবনমুখী সংস্কৃতির স্রষ্টা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীদের সঙ্গে অপসংস্কৃতির ফেরিওয়ালাদের মতাদর্শের সংগ্রাম। কালের যাত্রার ধ্বনি শোনায় যাঁরা বধির, যাঁরা বিকাশমান সত্য বিষয়ে অন্ধ, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদীদের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী। মতাদর্শের এই সংগ্রাম দেশপ্রেমিক ও চূড়ান্ত মানবমুক্তির সংগ্রামের জয়ের সঙ্গে অন্বিত। মতাদর্শের সংগ্রাম কোনও সাময়িক পরিস্থিতিতেই লঘু করা বা মুলতুবি রাখা যায় না। পণ্য-সংস্কৃতির বাজার সম্পর্কে প্রগতি লেখক শিল্পীদের নির্মোহভাবে সতর্ক হতেই হবে। অন্যথায় আত্মবিক্রয় আত্মবিনাশ ঘটাবে।

১০. সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের বিস্তারিত জালে আজকের বিশ্ব ক্রমশ একটি কলোনিতে পর্যবসিত হচ্ছে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন। এর পিছনে রয়েছে ভয়ংকর শক্তিশালী বহুজাতিক পুঁজি। মহাকাশে উপগ্রহের ছড়াছড়ি, কেবল চ্যানেলের মহামারি, ইন্টারনেট যোগাযোগ মাধ্যমের নাগপাশ বিশ্বাসীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় অগ্রগতি কিন্তু মানবকল্যাণে সামান্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাজার অর্থনীতির অনুসারী ভোগবাদী সংস্কৃতির এই সাম্রাজ্য আজ বিশ্বের প্রত্যন্তে প্রতিটি মানুষের মনোজগতে উপনিবেশ সৃষ্টি করতে অনেকখানি সফল।

মানুষের চেতনা ও বোধশক্তিও তাদের কাছে বাজার। প্রতিনিয়ত উস্কে দেওয়া হচ্ছে মানুষের ভোগস্পৃহাকে। ভোগবাদের ইঁদুরদৌড়ে এমনকি উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিও ক্লান্ত, বিমূঢ়। ভোগসর্বস্বতাকেই মানুষ যখন মোক্ষ মনে করে তখন মানবিকতার অধঃপতন ঘটে। তারই উৎকট প্রকাশ রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, আইনব্যবস্থা, বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রে, দুর্বৃত্তায়নে, মূল্যবোধের সীমাহীন অবনমনে, দুর্নীতির বেপরোয়া অভিযানে, হত্যা সন্ত্রাস, যৌনব্যাবসার খোলা বাজারে। এই সার্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল লেখক শিল্পীরা উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে। বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি তার অনিবার্য স্বীকৃতি আদায় করে নেবেই। যতদিন না এই বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাকে জনস্বার্থে করায়ত্ত করা যাচ্ছে ততদিন প্রযুক্তি বিস্ফোরণের অপজাত এই সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে কীভাবে মানুষকে মুক্ত করা যাবে, স্বাধীন সৃজনশীলতার কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন রাখা যাবে তা অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে লেখক শিল্পীদেরও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

১১. ভোগবাদী ও পণ্যসংস্কৃতির অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও কিশোরমন। ছোটোদের অবাধ বিকাশের উপযোগী একটা সমাজ আমরা গড়তে পারিনি। বরং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতার জগতে আজ তারা দিশেহারা। শিশুশ্রম, ড্রাগ-আসক্তি, ভোগবাদের প্রতি মোহ, অপরাধ প্রবণতা, সংস্কৃতির অবক্ষয় আজ শিশু-কিশোর জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। শিশু কিশোর এমনকি যুবকদের বিকাশের জন্য কোনও জাতীয় নীতি বা পরিকল্পনা নেই। অবক্ষয়ী সংস্কৃতি, প্রাণহীন অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ছোটোদের মন প্রাণ বিষিয়ে তুলছে। এক্ষেত্রে লেখক শিল্পীদের দায়িত্ব কিছু কম নয়। দূষণমুক্ত আবহাওয়াতে যাতে শিশু-কিশোরদের আকাঙ্ক্ষিত বিকাশ ঘটতে পারে সে জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা দায়বদ্ধ।

১২. এদেশে নারীসমাজের উপর নিপীড়ন, অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সামন্ত বিধিনিষেধ ও কুপ্রথার বলি হচ্ছেন তাঁরা। ভোগবাদী সমাজে নারীকে পণ্য হিসেবেই দেখা হয় : বিজ্ঞাপনে, প্রচারে, চলচ্চিত্রে, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় তারই অহরহ দৃষ্টান্ত। কন্যাভ্রূণ যাচাই ও বিনাশের ঘটনাবলি নারী ও পুরুষের ভারসাম্য বিনষ্ট করবে। নারীকে এই সামাজিক অবনত অবস্থা থেকে প্রাপ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠাদান সুস্থ সংস্কৃতি কর্মীদের অবশ্যকর্তব্য। নারীবাদী আন্দোলনে এর সমাধান নেই, পুরুষ ও নারীকে সম দায়িত্ব নিয়ে সমাজকে সুষম বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

১৩. আমাদের দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ বাস করেন গ্রামাঞ্চলে, বনভূমিতে। চাষি, খেতমজুর, হস্তশিল্পী, জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে শ্রমক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মহান সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছেন। লোকশিল্প ও আদিবাসী সংস্কৃতির এই বিপুল এই বিচিত্র সম্ভার আমাদের গৌরবের বস্তু। যুগ ও কালের পরিবর্তনের ধারায় আধুনিক পণ্যসংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে বিপন্ন এই সংস্কৃতির মধ্যে এখনও রয়েছে জীবনের স্ফূর্তি, অফুরন্ত প্রাণসম্পদ। এই লোকশিল্পের চর্চায় নিরত শিল্পীরা আমাদের সহযোদ্ধা, নাগরিক সুস্থ ও সংস্কৃতির সহযোগীরূপে একে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরিচর্যা করতে হবে। অবহেলা বা উপেক্ষা নয় গভীর শ্রদ্ধা ও অনুধ্যানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও উৎকর্ষের পথ মসৃণ করতে হবে। আঞ্চলিক বা সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সংস্কৃতির সর্বজনীন ও বৃহত্তম প্রাঙ্গণে একে স্থান করে দিতেই হবে। একাজে সমমনোভাবাপন্ন সংস্থাসমূহ ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে যুক্ত হওয়া যেতে পারে।

১৪. সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্রে রয়েছেন জনগণ। যাঁরা শিল্প-সাহিত্যে মানুষের সমাজ ও সমষ্টিচেতনাকে উপহাস ও বিকৃত করে ব্যক্তির ভোগসুখবাদের মহিমা প্রচার করেন, তাঁদের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে চলবে আমাদের নিরলস সংগ্রাম। কাজটা খুবই কঠিন, কেননা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণ যখন

বিরাট ও উন্নত ভূমিকা গ্রহণ করছেন তখন সেই মানুষের চেতনাকে বিভ্রান্ত করে বিপথে পরিচালিত করে দেওয়ার জন্য যে বিশাল আয়োজন, তার মূলে রয়েছে বিপুল অর্থ ও বৃহৎ প্রচার-মাধ্যমগুলির আনুকূল্য। সংবাদপত্রগুলির নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা হরণ করে শাসকশ্রেণির স্বার্থে সাংবাদিকতার মানের অবনমন ঘটানো হয়েছে। প্রতিবাদী সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বৃহৎ পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতাধন্য এই সংস্কৃতির এক বড়ো অংশ ধর্মীয় কুসংস্কার, সামন্তবাদী পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলিকে অনেক সময় প্রশ্রয় দিচ্ছে। অবক্ষয়ী ধনবাদের যুগে মানবতার নীতিকে বিসর্জন দিয়ে মানুষকে পাপী, অপরাধী, ক্ষুদ্র, অসহায় ও করুণাযোগ্য জীবরূপেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রগতিবিরোধী এই অভিযানে বিদেশি চক্রান্তের ভূমিকা আজ বেশ প্রকট।

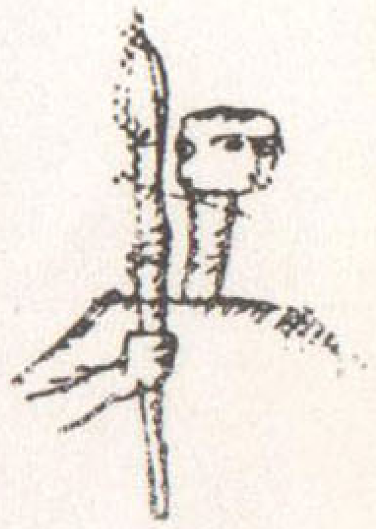

১৫. স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও ভাষা ও সংস্কৃতিনীতি ঘোষিত হয়নি। কেন্দ্রীয় বাজেটের নগণ্য অংশ সংস্কৃতির জন্য ব্যয় হয় যা ব্যয় হয় সেখানে রাজ্যের অধিকার আরও সামান্য। আকাশবাণী, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই। প্রসারভারতী আইন জনস্বার্থবাহী হয়নি। কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা ও আকাদেমিগুলি রাজ্যকে উপেক্ষা করে সরাসরি খেয়ালখুশি মতো কাজ করছে। ফলে পরিকল্পিতভাবে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতির বিকাশের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এই রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক নীতি থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট আর্থিক সংগতির অভাবের ফলে কর্মপরিধির আশানুরূপ বিস্তার ঘটছে না। এই রাজ্যে প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ও বিশেষ অঞ্চলে অন্যান্য ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যের সর্বস্তরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষকে দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় ভাষা ও সাংস্কৃতিক নীতি ঘোষণা ও কার্যকর করার দাবিতে সংগঠিত করা আজ আমাদের অন্যতম কর্তব্য।

১৬. সংস্কৃতির জগতে বৃহৎপুঁজির অভিযানের মুখোমুখি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দুরূহ কাজ। তা সত্ত্বেও এই সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে। নানা পদ্ধতি ও উপায় উদ্ভাবন করে জনচিত্তে স্থান করে নিতেই হবে। জনগণই মতাদর্শের এই কঠোর সংগ্রামে আমাদের একমাত্র আশ্রয়। মানুষের সৃষ্টিশীল শক্তির মুক্তধারাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সর্বপ্রকার প্রগতির একমাত্র উৎস, সামাজিক বিকাশের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এর মধ্যেই নিহিত। আজকের শিল্প সাহিত্যে জনগণকে ও জনগণের এই সংগ্রামী মনোবলকে মহিমান্বিত করাই হবে শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতির কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পীরা জনগণের নানা দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ মানস সংগ্রামের উত্তরণপর্বকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবনের চেষ্টা করবেন, তেমনি জনগণের সুকুমার প্রবৃত্তি, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল্যবান তাৎপর্যটিও তুলে ধরতে প্রয়াসী হবেন। কেননা জনগণ ও তাঁদের জীবনসংগ্রাম আমাদের শিল্পকলাসমূহের প্রাণশক্তি। শুধু জনসংযোগই নয়, গভীর ভালোবাসা শ্রদ্ধা নিয়ে জনগণের জীবনসংগ্রামের একাত্ম হতে হবে। জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামী সখ্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। জনগণের উপযোগী ভাষা ও রচনাশৈলী আয়ত্ত করতে হবে। রীতি ও আঙ্গিকচর্চার গুরুত্ব আমাদের কাছে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু বিষয়বস্তুই বড়ো কথা। আবার শিল্পকে জনচিত্তগ্রাহী হতেই হবে। তাই শিল্পের উৎকর্ষ আমাদের সাধনা।

১৭. আমরা সকলেই জানি পানীয় না পেলে তৃষ্ণার্ত মানুষ দূষিত জলও পান করতে বাধ্য হয়, বিশেষত সেই সমাজে যেখানে জীবানুমুক্ত পানীয়ের পরিবর্তে জীবানুযুক্ত পানীয়ই চতুর্দিকে সহজলভ্য। তাই আমাদের দায়িত্ব অবক্ষয়ী-সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবে সুস্থ শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও প্রচার। আমরা জানি সর্বজনীন শিক্ষা ছাড়া সুস্থ সংস্কৃতির সংগ্রাম অগ্রসর

হতে পারে না। সুতরাং সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য সাধনের সংগ্রামে আমাদের অবিচল থাকতেই হবে। সারা রাজ্যে সাক্ষরতার যে অভিযান চলছে তার সঙ্গো শিল্পী-সাহিত্যিকরাও যুক্ত হয়েছেন। নবসাক্ষরদের উপযোগী সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়টিও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাই সংখ্যায় বেশি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় সংকটে শত বাধার মধ্যে তাঁরা যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির সঙ্গো প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। এর সঙ্গো বিজড়িত রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও জীবনধারণের সমস্যার বিষয়টি। চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুক্ত শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের জীবনজীবিকার সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও আমাদের সংগঠনকে গ্রহণ করতে হবে।

১৮. সৃজনমূলক শিল্পসাহিত্য ও তার প্রসারে সহায়তা দান, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের জীবনজীবিকার আন্দোলনের পাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদি লক্ষ্যসাধন সম্ভব নয়, যদি ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের সারিতে শামিল না হওয়া যায়। তাই অর্জিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অধিকারসমূহ রক্ষা ও প্রসারের আন্দোলনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সচেতন। শুধু শিল্পকর্মেরই নয়, ব্যক্তিগত ও সংগঠনগতভাবে শিল্প ও সংস্কৃতিকর্মীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা আমাদের সামনে অন্যতম কর্তব্য। আমাদের এই সংগঠন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী নামে সত্তরের দশক থেকেই জনগণের মধ্যে থেকে স্বৈরতন্ত্র ও জরুরি অবস্থার নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেখক শিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের সমবেত করে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে।

১৯. নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের এই ধারাতেই পরিপুষ্ট লেখক শিল্পীরা গণতন্ত্রের সঙ্গো সংগতি রেখে সমস্ত সংখ্যালঘু জাতি, উপজাতি এবং অবহেলিত দলিত ও পশ্চাদপদ মানুষের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি এবং সমানাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য সংগ্রাম করবে, সংগ্রাম করবে নারীসমাজের প্রগতি, সমানাধিকার ও মুক্তির জন্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানেই মানুষের উপর নিপীড়ন, উপনিবেশবাদী বর্ণবৈষম্য, অবক্ষয়ী সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে, আমাদের সংগঠন তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, সুস্থ শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত জীবন এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে ব্যাপকতম জনমত সংগঠিত করবে। গণতন্ত্র ও অর্জিত অধিকারের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের প্রবণতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রধান বিপদরূপে গণ্য করে সর্বস্তরের মানুষকে সমবেত করে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জনগণের ঐক্য রক্ষার সংগ্রামকে সর্বাত্মক করে তুলবে।

২০. আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচি ঘোষণার সঙ্গো সঙ্গো আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান অবক্ষয়ী এই সমাজ-কাঠামোর বদল ছাড়া আমাদের পরিপূর্ণ বিজয় অসম্ভব। শোষকশ্রেণির সংস্কৃতি আর শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রচারকবাহিনীর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমরা গড়ে তুলতে চাই অধিকাংশ মানুষের স্বার্থানুকূল সাংস্কৃতিক মঞ্চ। সংস্কৃতির ভূমিতে সংগ্রামে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী অথচ গণতন্ত্র, সমাজ প্রগতি ও উত্তরণে আস্থাশীল সংগঠন সমূহের যুক্তমোর্চা গঠন ও যৌথ আন্দোলনে আমরা আগ্রহী। গ্রাম-শহরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শিল্পী, লোকশিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছে তাই আমাদের আহ্বান—আসুন, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বিশাল মঞ্চে জাতি বর্ণ ভাষা-নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিবাদী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পতাকাকে তুলে ধরি, অন্ধকার থেকে আলোর পথে মুক্তির জয়গান করি, ইতিহাস নির্দেশিত প্রগতির পথে এগিয়ে চলি।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ

গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

এই সংঘ মূলত একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। সৃজনধর্মী শিল্পকলাসমূহের চর্চা ও তার পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন এবং সর্বস্তরের লেখক শিল্পী সাংবাদিক গবেষক ও বুদ্ধিজীবী, যাঁরা জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রসারের সংগ্রামে বিশ্বাসী, যাঁরা দুর্বল সামাজিক শ্রেণিগুলির উপর বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসানে উদ্যোগী, যাঁরা শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীলতার বিকাশের পথে বাধাসমূহ অপসারণে আগ্রহী, যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতবিভেদ, ধর্মীয় মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়, সুস্থ সংস্কৃতি ও যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও সৃষ্টিতে বিশ্বাসী, এই সংঘে তাঁরা সকলে সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

১. নাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ।

২. কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ কলকাতায় সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থাকবে।

৩. ক) প্রতীক ঃ লেখনীধৃত হাত (মণিবন্ধ পর্যন্ত)। অঙ্কন শৈলীতে পারাবত বলে মনে হবে।

খ) পতাকা ঃ সামন্তরিক আকারের মেরুন রঙের কাপড়ের উপর সাদা রং বা সাদা কাপড়ে সংগঠনের প্রতীকটি বিধৃত থাকবে। পারাবতের চোখটিতে লাল বিন্দু থাকবে।

৪. লক্ষ্য ও কার্যক্রম ঃ এই সংঘ—

ক) প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শিল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে ও উন্নতি বিধানে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

খ) সর্বস্তরের মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রসারের জন্য লেখক শিল্পীদের সাংস্কৃতিক ও সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম করবে।

গ) দেশে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ এবং একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতা, মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানাবে।

ঘ) সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ; বহুকেন্দ্রিক পৃথিবী, স্বাধীন বিদেশনীতি এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে জনমত সংগঠিত করবে।

ঙ) নয়া ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, সামন্তবাদী পুঁজিবাদী সমাজের অবক্ষয়ী সংস্কৃতি, এককথায় সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতি-বর্ণভিত্তিক ভেদাভেদ, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সুষম বিকাশের পক্ষে সৃজনধর্মী শিল্প সাহিত্য প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন করবে। শিশু-কিশোর মনকে দূষণমুক্ত করে সুস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার প্রয়াস করবে।

চ) গ্রামীণ বাংলার শ্রমনির্ভর লোকসংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্য রক্ষা ও কালোপযোগী বিকাশে কার্যকর সহায়তা করবে। লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের পাশে দাঁড়াবে।

ছ) চলচ্চিত্র, নাটক, সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম সংগঠিত করবে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে এই সংগ্রামকে যুক্ত করবে।

জ) কায়েমি স্বার্থ ও শোষকশ্রেণির দ্বারা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংবাদপত্রের উপর যে-কোনো আক্রমণ ও অবদমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ এবং প্রগতিবাদী উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করবে।

ঝ) উপরের লক্ষ্যসমূহ সাধনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংগঠিত করবে ও অংশ নেবে।

ঞ) বিভিন্ন সময়ে বুলেটিন পুস্তক-পুস্তিকা এবং নিয়মিত মুখপত্র প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে।

ট) এই সংঘের সাধারণভাবে নিজস্ব কোনো সংগীত ও নাট্যশাখা থাকবে না। তবে সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা দান করবে।

৫. সভ্যপদ

ক) সভ্যপদ হবে দ্বিবিধ—ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত অর্থাৎ সমষ্টিগত। সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে যে সমস্ত লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন একমত তাঁরাই ব্যক্তিগতভাবে ও সংগঠনগতভাবে সভ্যপদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সভ্য-সংগঠনের সদস্যরা পৃথকভাবে ব্যক্তিগত সভ্যপদও গ্রহণ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত সভ্যের একটি করে ভোটাধিকার থাকবে। সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্য সংগঠনের নিজস্ব সদস্য সংখ্যার প্রতি অনূর্ধ্ব একশত জনে একটি করে ভোটাধিকার থাকবে।

খ) সভ্যপদ দেওয়া হবে সাধারণভাবে সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নতম স্তরে। বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটি রাজ্যস্তরে সদস্যপদ দিতে পারবে তবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। ব্যক্তিগত সভ্যপদের জন্য বার্ষিক এককালীন দশ টাকা চাঁদা। লোকশিল্পীদের জন্য বার্ষিক সভ্য চাঁদা দু-টাকা এবং লোকশিল্পী-সংস্থার ক্ষেত্রে কুড়ি টাকা। সংগঠনগতভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য অন্যান্যদের বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা। সভ্যপদের মোট পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ রাজ্য কমিটি পাবে, বাকি অংশ জেলা কমিটির প্রাপ্য হবে। জেলা কমিটি তার প্রাপ্য থেকে আঞ্চলিক কমিটিগুলির মধ্যে কিছু অংশ আবন্টন করতে পারবে। সভ্যপদ প্রতি বছর নবীকরণ করতে হবে।

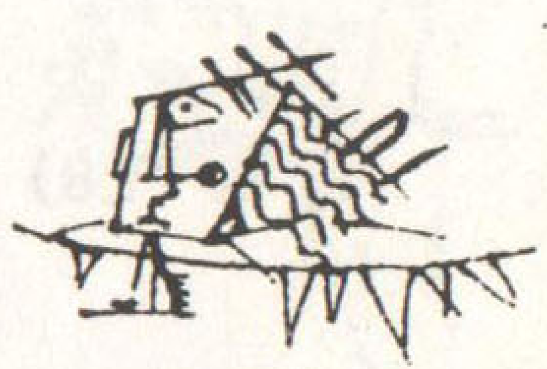

গ) নতুন সভ্যপদের জন্য দু-জন সদস্যের সুপারিশ প্রয়োজন।

ঘ) সভ্যপদ উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ। জেলাগুলিকে প্রতি বছর সদস্যের বিবরণ, চাঁদার দেয় অংশ সহ সদস্য নামের তালিকা রাজ্য দপ্তরে পাঠাতে হবে। সদস্যপদ সংগ্রহ ও পুনর্নবীকরণ বিষয়ে রাজ্য সংসদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

ঙ) সংঘের আদর্শ ও গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-সদস্য ও সংগঠনের সভ্যপদ বাতিল করার জন্য পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক কমিটি ও জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বা সরাসরি রাজ্য কর্মপরিষদ ও রাজ্য সংসদের কাছে সুপারিশ করবে এবং রাজ্য সংসদের সিদ্ধান্তই এই সম্পর্কে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চ) নিম্নতর কমিটির সঙ্গো আলোচনার ভিত্তিতে উচ্চতর কমিটি সদস্যপদ স্থানান্তরিত করতে পারবে।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

সংঘ—রাজ্য, জেলা, মহকুমা ও প্রয়োজনে ব্লক, পৌরসভা এবং অঞ্চল স্তরে বিন্যস্ত হবে।

৭. রাজ্য সংগঠন

৭.১) রাজ্য সম্মেলন

ক) রাজ্য সম্মেলন সাধারণত প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। বৎসর গণনা হবে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর।

খ) সম্মেলন সংক্রান্ত নিয়মাবলি বিদায়ী রাজ্য সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৭.২) উপদেষ্টামণ্ডলী

সংঘের সঙ্গো নানাভাবে যুক্ত বিশিষ্ট লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক গবেষকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করবে রাজ্য সম্মেলন। প্রয়োজনে সম্পাদকমণ্ডলী উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যদের যে-কোনো কমিটির সভায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৭.৩) রাজ্যসংসদ

ক) দুটি সম্মেলনের অন্তর্বর্তীকালে রাজ্য সংসদই হবে সংঘের নিয়ামক।

খ) রাজ্য সংসদ সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচিত হবে।

গ) রাজ্য সংসদের সদস্যসংখ্যা সম্মেলন স্থির করবে।

ঘ) প্রতিবৎসর ন্যূনপক্ষে দু-বার রাজ্য সংসদের সভা আহ্বান করতে হবে। এক-চতুর্থাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ঙ) রাজ্য সংসদের প্রথম সভা আহ্বান করবেন বিদায়ী সভাপতি বা সহ-সভাপতিদের মধ্যে যে-কোনো একজন।

চ) রাজ্য কর্মপরিষদ এবং সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা প্রথম সভায় রাজ্য সংসদ স্থির করবে।

৭.৪) রাজ্য কর্মপরিষদ

ক) সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচিত রাজ্যসংসদের প্রথম সভাতেই রাজ্য কর্মপরিষদ নির্বাচিত হবে।

খ) রাজ্য কর্মপরিষদ সংঘের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে।

গ) পদত্যাগ অথবা অন্য কোনও কারণে রাজ্য কর্মপরিষদের আসন শূন্য হলে রাজ্যসংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে শূন্য আসন পূরণ করতে হবে।

ঘ) এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ঙ) প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন উপসমিতি কর্মপরিষদের সভায় গঠিত হবে।

চ) রাজ্য সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের আয়-ব্যয়ের নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করবে কর্মপরিষদ।

ছ) দশ হাজার টাকার বেশি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মপরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

৭.৫) সংগঠনের বিভিন্ন কার্যনির্বাহী পদ

সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে রাজ্যসংসদের প্রথম সভায় নির্বাচন হবে।

৭.৬) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী

ক) সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে।

খ) সম্পাদকমণ্ডলী সংগঠনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে।

৭.৭) রাজ্য তহবিল

ক) কোনও একটি বা একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সংঘের নামে অ্যাকাউন্ট থাকবে। কোষাধ্যক্ষ ও যে কোনো একজন সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে লেনদেন চলবে।

খ) সভ্যপদের চাঁদা ছাড়াও এককালীন অনুদান, সাহায্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রয়োজনানুসারে তহবিল সংগ্রহ করা যাবে।

৭.৮) রাজ্য সংগঠনের মুখপত্র

সংঘের মুখপত্র প্রকাশিত হবে। সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করবে কর্মপরিষদ।

৮. জেলা কমিটি

ক) সংঘের লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে জেলা স্তরে সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা কমিটি গঠিত হবে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী উদ্যোগ নিয়ে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে দিতে পারে।

খ) সাধারণভাবে রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে জেলা ও অঞ্চল সম্মেলন হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটির অনুমোদন নিয়ে জেলা ও অঞ্চল সম্মেলন করা যাবে।

গ) কর্ম পরিষদ ও সম্পাদকমণ্ডলী এই দ্বিস্তর কাঠামোয় জেলা সংগঠন গঠিত হবে। জেলা সম্মেলন বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করবে।

ঘ) জেলা কমিটি প্রয়োজনে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে জেলা কমিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে।

ঙ) জেলা কমিটি তহবিলের একাংশ মহকুমা, ব্লক, পৌর অঞ্চল কমিটিগুলিকে দেবে।

চ) সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শের পরিপন্থী কাজ করলে রাজ্য সংসদ সেই জেলা কমিটি বাতিল করতে পারবে।

ছ) প্রয়োজনে জেলা কমিটি মুখপত্র প্রকাশ করতে পারবে।

৯. **মহকুমা / ব্লক / পৌরসভা / অঞ্চল কমিটি**

ক) মহকুমা / ব্লক / পৌরসভা / অঞ্চল-এ জেলা কমিটি সংগঠন বিন্যস্ত করতে পারবে। এই সব স্তরের সাংগঠনিক আকার ইত্যাদির বিষয় জেলা কমিটি নির্ধারণ করবে।

খ) মহকুমা / ব্লক / পৌরসভা অঞ্চলে সম্মেলনের নিয়মাবলি জেলা কমিটি স্থির করে দেবে।

গ) সংঘের লক্ষ্য আর্দশের পরিপন্থী কাজ করলে জেলা কমিটি রাজ্য কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নতর কমিটি বাতিল করতে পারবে।

ঘ) জেলা কমিটি থেকে প্রাপ্য ছাড়াও মহকুমা / ব্লক / পৌরসভা / আঞ্চলিক কমিটি দান গ্রহণ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

ঙ) সম্মেলনের মাধ্যমে মহকুমা / ব্লক ইত্যাদি কমিটি গঠিত হবে। প্রথমাবস্থায় জেলা কমিটি উদ্যোগ নিয়ে এই কমিটি গঠন করে দিতে পারবে। সভ্য সংগঠনের দু'জন করে প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন।

১০. **নিয়মাবলি**

কাজের সুবিধার জন্য রাজ্য সংসদ গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সংগতি রেখে সংঘের নিয়মাবলি রচনা করতে পারবে।

১১. **গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন**

রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিতে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে।

১২. **হিসাবপরীক্ষা**

সংগঠনের হিসাব পরীক্ষার জন্য রাজ্য ও জেলাস্তরে অডিটর নিয়োগ করতে হবে।

১৩. **বিশেষ পরিস্থিতি**

দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিলে এবং তার ফলে স্বাভাবিক বিধিনিয়ম পালনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি হলে রাজ্য কর্মপরিষদ আপৎকালীন অবস্থায় সংগঠন সম্পর্কে যে-কোনও প্রয়োজনীয় জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।